৯ ভেরিয়া এলউইন (Verrier Elwin)-এর ক্ষেত্রসমীক্ষা ও উপজাতি সম্পর্কিত মতবাদ

Verrier Elwin 1902 সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। 1927 সালে তিনি ভারতে এসে পুনের Christa Seva Sangh (CSS)- এ যোগদান করেন। CSS হল চার্চ অফ্ ইংল্যান্ডের একটি শাখা। এর সদস্যরা গান্ধী মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে খাদি বস্ত্র পরিধান করতেন, নিরামিষ খাবার খেতেন এবং ভারতের সঙ্গীত, শিল্প, ভাস্কর্যের চর্চা করতেন। Elwin পুনের CSS- এ যোগদানের কিছু দিনের মধ্যেই গান্ধীজীর সান্নিধ্য লাভ করেণ এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। 1932 সলে তিনি তাঁর বন্ধু Shamrao Hivale- এর সাথে সেন্ট্রাল প্রোভিন্সের Mandla জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের জঙ্গলের Gond উপজাতিদের সাথে বসবাস শুরু করেন। এই অঞ্চলে তিনি প্রায় কুড়ি বছর কাটান। 1954 সালে Elwin প্রথম বিদেশী যিনি ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করেন। ঐ বছরই তিনি ভারত সরকারের নৃতাত্ত্বিক পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত হন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তাঁকে এই পদে নিযুক্ত করেছিলেন। মূলত ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্তের উপজাতিদের উপর কাজ করার জন্যই তাঁকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। 1964 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিকের মৃত্যু হয়। ইংল্যান্ডে জন্ম হওয়া গান্ধীবাদী এই সমাজকর্মী ও নৃতাত্ত্বিক ভারতে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন।

Verrier Elwin কে ভারতীয় নৃতত্ত্বের 'James Frazer' বলে উল্লেখ করা হয় (Guha 2007 : 33)। Elwin একদা নিজেকে B.Malinowski- র ক্রিয়াবাদী ঘরাণার 'Devoted disciple' বলে গণ্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য নৃতত্ত্বে সাহিত্য রচনাতে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেন। নৃতাত্ত্বিক গবেষণার পূর্বে ও পরবর্তীকালে তিনি কিছু কবিতা-উপন্যাস রচনা করেছিলেন। যাইহোক্ Elwin-এর নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় 'ক্ষেত্রগবেষণা' (Field work) - বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় B. Malinowski যেমন গভীর ক্ষেত্র গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, Elwin তেমনি মনে করতেন নৃতত্ত্বে ক্ষেত্র গবেষণার কোন বিকল্প হয় না। তিনি বলেছেন, "... there is no substitute for field-work. There is no substitute for life in the

village, among the people, staying in village homes, and enduring the physical distress as well as the possible misunderstandings that may arise" (Guha 2007 : 341)। অর্থাৎ অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার কথা বলেন। গবেষণাধীন জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়ে, তাদের দৈনন্দিন বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে গভীর অধ্যয়ণের মাধ্যমেই যে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা সবচেয়ে ভালোভাবে সম্ভব তা তিনি বিশ্বাস করতেন। বস্তুতপক্ষে Ethnographic গবেষণাতে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণাধীন জনগণের মধ্যে মিশে থাকার কথা বলা হয়। Elwin ও সেই পথ অনুসরণ করেছিলেন। তবে তিনি মনে করতেন ক্ষেত্র গবেষণা বা Ethnographic গবেষণাতে গবেষণাধীন উপজাতি জনগণের জীবন যাত্রাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাদের কথ্য ভাষার অনুবাদকরণ যথার্থ নয়। কারণ এই অনুবাদকরণের ফলে প্রকৃত অর্থের বিকৃতি ঘটে বা প্রকৃত অর্থ হারিয়ে যায়। অর্থাৎ বলা যায় তিনি উপজাতিদের ভাষাতেই উপজাতি সমাজকে তুলে ধরার পক্ষপাতী ছিলেন (যদিও তিনি নিজে সব ক্ষেত্র সমীক্ষাতে সেটি পারেননি। যেমন ওড়িষ্যার উপজাতিদের গবেষণাতে তিনি অনুবাদকের সাহায্য নিয়েছিলেন।)। পূর্বেই বলেছি Elwin ক্ষেত্র গবেষণার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তবে এটা বলা দরকার যে, তিনি শুধু প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেই ক্ষেত্র গবেষণার কথা বলেননি, বরং তিনি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণের উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন, "For me anthropology did not mean field-work, it meant my whole life. My method was to settle down among the people, live with them, share their life as far as an outsider could and generally do several books together... this meant that I did not depend merely on asking questions, but knowledge of the people gradually sank in till it was part of me" (Guha 2007 : 342)।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতিদের উপর Elwin-এর গভীর ক্ষেত্র গবেষণা সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। Elwin -এর ছাত্র Furer Haimendorf বলেছেন, "Elwin contributed more to our knowledge of India's aboriginal populations than any other scholar, living or dead, and his monographs on such tribes as Baigas, Muria Gonds, Bondos and Saoras will be valued as documents of a vanished pattern of life when many theoretical works by professional anthropologists will be long forgotten" (Guha 2007:356)।

1932 সালে Elwin রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে সমাজকর্ম ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। এই সময় তিনি সেন্ট্রাল প্রভিন্সের Mandla জেলায় উপজাতিদের সাথে বসবাস শুরু করেন। দীর্ঘদিন তাদের সাথে বসবাস করে তাদের জীবনযাত্রা

গভীরে অধ্যয়ণ করেন। (এমনকি তিনি 1940 সালে একজন গোন্ড উপজাতি মহিলাকে বিবাহ করেন। এই মহিলার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে 1949 সালে এবং তারপর তিনি আরেক উপজাতি মহিলাকে বিবাহ করেন)। যাইহোক্ গোন্ড উপজাতিদের সাথে দীর্ঘ জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা তিনি 'Leaves from the jungle' (1936) নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থে তিনি বলেন গোন্ড সংস্কৃতির এমন অনেক উপাদান রয়েছে যেগুলিকে সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে। যেমন তাদের সরলতা, স্বাধীন জীবনযাপন, শিশুদের প্রতি তাদের ভালোবাসা, গোন্ড আদিবাসী নারীদের সামাজিক মর্যাদা, বিভিন্ন বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত জীবনযাপনের বিষয়গুলি সভ্যসমাজের কাছে শিক্ষণীয় বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। গোন্ড উপজাতিদের উপর তাঁর আর একটি উপন্যাস 'Phulmat of the hills' প্রকাশিত হয় 1937 সালে। গোল্ড উপজাতিদের লোকগাথা, গল্প, হেঁয়ালি, কবিতা স্থান পেয়েছে এই উপন্যাসটিতে। এটি ছিল একটি আদি 'Ethnograplic novel' (Guha 2007:336)। নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায় এর মতে Elwin রচিত 'Leaves from the jungle' এবং 'Phulmat of the hill' গ্রন্থ ও উপন্যাস দুটি হল "vivid glimpses of Gond life" যা লেখা হয়েছে "with intimate knowledge and deep sympathy" (Guha 2007:336) । 1938 সালে প্রকাশিত 'A Cloud that's dragonish' নামক গ্রন্থটি Elwin উপজাতি ডাইনি ও ডাইনিবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। মধ্যপ্রদেশের মন্ডালা ও বালাঘাট জেলার স্থানান্তর কৃষিজীবি 'Baiga' উপজাতির উপর রচিত Elwin- এব গ্রন্থ 'The Baiga' প্রকাশিত হয় 1939 সালে। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন প্রকৃতি নির্ভর এই উপজাতিদের অর্থনীতি ও জীবন যাত্রা কি ভাবে সরকার কর্তৃক ধ্বংস হয়, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের জঙ্গলকে অধিকার করে নেওয়া হয় এবং কিভাবে তাদের স্থানান্তর কৃষিকাজকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য Elwin দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করেছেন। উপজাতিদের জীবন জীবিকা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তথা দারিদ্র দূরীকরণের জন্য Elwin কে যে দায়িত্ব দেওয়া হয় তা তিনি নিজের মতো করে পরিচালনা করেন। উপজাতি উন্নয়ন নিয়ে নেহেরু ও এল্‌উইন-এর দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পার্থক্য ছিল। জাতীয়তাবাদী হিসাবে নেহেরু সমগ্র ভারতবাসীর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহনের প্রস্তাব দেন, যেখানে জাতি-উপজাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ প্রভৃতি ভেদাভেদকে বাদ দিয়ে সার্বিক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। নেহেরুর উন্নয়ন পরিকল্পনাতে যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়গুলি ছিল সেখানে উপজাতিরাও অর্ন্তভুক্ত ছিল অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে। অর্থাৎ নেহেরু উপজাতিদের জন্য পৃথক কোন উন্নয়নের কথা তেমন ভাবে বলেন নি। তাছাড়া নেহেরু উপজাতিদের মূলধারার সমাজে অর্ন্তভুক্তির উপর জোর দেন। কিন্তু Elwin উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য একটি বিচ্ছিন্নবাদী মতবাদ বা

Isolationist Approach প্রদান করেন। Elwin -এর মতে, উপজাতিদের দারিদ্রতা বা অন্যান্য সমস্যাগুলির কারণ হল উপজাতি সংস্কৃতির উপর মূলধারার সমাজের মানুষদের হস্তক্ষেপ। অর্থাৎ বাইরের জগতের সাথে সংযোগ সম্পর্কের কারণেই উপজাতি জীবন ও সংস্কৃতি বিপন্ন। এই কারনে Elwin মনে করেন উপজাতিদের উচিত মূলধারার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে দুরত্ব বজায় রাখা। এই Isolation Approach-এর মাধ্যমে উপজাতি সমাজের উন্নয়ন কিভাবে করা যায়, উপজাতি সংস্কৃতিকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, তার চমৎকার প্রস্তাব Elwin দিয়েছেন তাঁর এই 'The Baiga' (1939) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন যে, ভারতে অরণ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপজাতিদের জন্য একটি জাতীয় উদ্যান বা National Park তৈরী করা হোক্ , যা সরাসরি উপজাতি কমিশনারের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হবে। এই উদ্যানের মধ্যে উপজাতিদের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের সুযোগ করে দিতে হবে। উপজাতি কাউন্সিল বা উপজাতি প্রধানের হাতে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করতে হবে। এই অঞ্চলের মধ্যে উপজাতি সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতে হবে। তাছাড়া এদের উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে এবং স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা গুলি এই উদ্যানে এদের জন্য গড়ে তুলতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন (Thaper 1996 : 35)।

সরকারী করের বোঝা, লৌহ কারখানা স্থাপন ও সরকারী কর্মীদের উদাসীনতার জন্য একটি উপজাতি সম্প্রদায় ধ্বংসের বর্ণনা তিনি লিখেছেন 'The Agaria' (1942) নামক গ্রন্থে। 'Maria murder and Suicide' (1943) গ্রন্থে তিনি একটি উপজাতি হত্যার ঘটনাকে তুলে ধরেছেন। 'The Muria and their ghotul' (1946) গ্রন্থে Elwin তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলার 'Muria' উপজাতিদের যৌন জীবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন তাদের বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠান, যা 'Ghotul' নামে পরিচিতি, সেখানে যুবক যুবতীরা যৌন আচরণগুলির শিক্ষালাভ করত গান, কবিতা, নাচ, খেলাধূলার মাধ্যমে। Ghotul -এর বর্ণনা করতে গিয়ে David Orr (2005) বলেছেন, "For the tribes young people, the ghotul is at once a commune, dormitory and night club. Taking place only at night, the youth come together to partake in traditional story telling, dance, singing, and of course, sex. Older members help guide the younger members in how to behave and engage in sexual practices ...No boy (Chelik) or girl (motiari) may sleep with the same person more than two or three times in a row. Rather, they must regularly change sexual partners and no-one, no matter what their looks or popularity should get preferential treatment. Ghotul is seen as a time for the young to enjoy their peers without concerns of the outside world, a time of true happiness". Ghotul

জীবনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে Elwin (1968) বলেছেন, Muria উপজাতিরা এর মাধ্যমে হিংসা ও দ্বন্দ্ব বর্জিত জীবনের শিক্ষা পেতো, অর্থাৎ কিভাবে সুখী ও আনন্দপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করা যায় বিবাহের পূর্বে ও বিবাহের পরে, কিভাবে দাম্পত্য জীবনকে সুখকর করা যেতে পারে বা বিবাহ বিচ্ছেদের যন্ত্রনাকে কিভাবে অতিক্রম করা যেতে পারে তার শিক্ষা এই 'Ghotul' থেকে পাওয়া যেত বলে Elwin মন্তব্য করেন। Elwin এটাও বলেছেন যে, Muria দের গ্রার্হস্থ্য জীবনকে সারা বিশ্বের কাছে একটি মডেল ও দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

'Bondo highlander' (1952) গ্রন্থে Elwin ওড়িষ্যার উপজাতিদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান 'Saora' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এছাড়াও এই গ্রন্থে তিনি উপজাতি ধর্ম নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

Elwin মনে করতেন ভারতের উপজাতিরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উন্নয়ণের স্তরের মধ্যে অবস্থান করে। Elwin তাঁর The Aboriginal (1943) গ্রন্থে ভারতীয় উপজাতিদের সাংস্কৃতিক উন্নয়ণের স্তরের ভিত্তিতে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত উপজাতিরা হল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ সম্প্রদায়, যাদের সংখ্যা প্রায় দুই থেকে তিনি মিলিয়ণ। এরা মূলত দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে বসবাস করে। এই ধরণের উপজাতিদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Elwin(1943) বলেছেন, "... these highlanders do not merely exist like so many villagers, they really live. Their religion is characteristic and alive, their tribal organisation is un-impaired, their artistic and choreographic traditions are unbroken, and their mythology still vitalises healthy organization of tribal life". Elwin-এর মতে, এই উপজাতিদের একটা অংশের কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যেমন তাদের সম্প্রদায়গত মানসিকতার পরিবর্তণ ঘটে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী হয়ে ওঠে। একে অপরের সাথে যে ভাবের আদান প্রদান ছিল তাও বন্ধ হয়ে যায়। সভ্য সমাজের সাথে এদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। সৎ ও সরলতার ভাবটা এদের কমতে থাকে, যা প্রথম শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত উপজাতিদের দেখা যায়। Elwin এদেরকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করেছেন। তৃতীয় শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত উপজাতিরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী এবং এদের সংখ্যা প্রায় কুড়ি মিলিয়ন বলে Elwin মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, এরা নামেই উপজাতি, কিন্তু এদের জীবন যাত্রা হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে অবস্থানকারী হিন্দুদের মতো। এদের অনেকে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহন করেছে, অনেকে হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে মিশে গেছে। Elwin-এর মতে, এই শ্রেণীর উপজাতিরাই ব্রিটিশদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং নিজেদের সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উৎপাদন পদ্ধতি, সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি সবই হারিয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে মহাজন বা জমিদারের দাসে পরিণত